৬। ''সমবায় প্রণালীতে অনেকে আপন শক্তিকে যখন ধনে পরিণত করিতে শিখিবে তখনই সর্বমানবের স্বাধীনতার ভিত্তি স্থাপিত হইবে।'' রবীন্দ্রনাথের এই মন্তব্যের প্রেক্ষিতে তাঁর সমবায়-চিন্তার পরিচয় দাও।

অথবা

৭। বহুমাত্রিক ভারতবর্ষীয় সমাজ এবং 'আধুনিক' ইউরোপীয় সমাজের ক্রমাগত তুলনার মধ্যে দিয়েই গড়ে ওঠে রবীন্দ্রনাথের 'স্বদেশ'। পাঠ্য প্রবন্ধ অবলম্বনে এ বিষয়ে তোমার মতামত লেখো।

কলা স্নাতকোত্তর অন্ত্য সেমেস্টার পরীক্ষা, ২০২২

(প্রথম বর্ষ, দ্বিতীয় সেমেস্টার)

বাংলা

কোর্স : পি.জি. ২.৫৫এ

রবীন্দ্রনাথের চিন্তাজগৎ

সময় : ২ ঘণ্টা পূর্ণমান : ৩০

নীচের যে কোনো **তিনটি** প্রশ্নের উত্তর দাও। প্রশ্নগুলি সমমানের।

১। ভারতবর্ষীয় দার্শনিক সঙ্ঘের সভাপতি হিসেবে রবীন্দ্রনাথের অভিভাষণ মনে রেখে রবীন্দ্রনাথের মতে ভারতীয় দর্শনের বিশিষ্টতা কোথায় তা আলোচনা করো।

অথবা

২। 'মানুষের ধর্ম' শীর্ষক আলোচনায় রবীন্দ্রনাথ মানুষের যে 'ধর্ম' নির্ধারণ করেছেন তা প্রচলিত ধর্মের ধারণা থেকে কেন পৃথক তা বুঝিয়ে দাও।

৩। রবীন্দ্রনাথ এবং সুভাষচন্দ্র বসুর ব্যক্তিগত সম্পর্কের ওঠাপড়ার মধ্যে থেকে রবীন্দ্রনাথের রাজনৈতিক দর্শনের কয়েকটি মূলসূত্র খুঁজে নেওয়া সম্ভব। এ কথা কি তুমি মানবে? তোমার মতামত জানাও।

অথবা

৪। ''ফললাভ চরম লাভ নহে, ধর্মলাভেই লাভ, এ কথা যদি কেবল দেশহিতের বেলাতেই না খাটে তবে দেশহিত মানুষের যথার্থ হিত নহে।'' এই কথাটির তাৎপর্য নিজের ভাষায় বুঝিয়ে লেখো।

৫। রবীন্দ্রনাথের শিক্ষাভাবনায় প্রথম থেকেই মাতৃভাষায় শিক্ষা বিশেষ গুরুত্ব পেয়েছে। তোমার পড়া প্রাসঙ্গিক রবীন্দ্ররচনার ভিত্তিতে বিষয়টি তোমার মন্তব্য-সহ আলোচনা করো।